আলমডাঙ্গার মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর যুবকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙা দাসপাড়ায় মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষের ৮ দিনপর আহত যুবক রাজিব চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে।

আজ রোববার বিকেলে ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। এ মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে ।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া সড়কের দাসপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের পাশের সড়কে গত ২৮ জানুয়ারী বিকেলে দুটি মোটর সাইকেলে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে আলমডাঙ্গার উপজেলার কুলপালা গ্রামের প্রবাসি মোসলেম উদ্দিনের ছেলে মামুন (২২) ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আসাননগর গ্রামের আব্দুল হালিমের ছেলে ভিশন ঔষধ কোম্পানীর রিপ্রেজেন্টেটিভ রাজিব (৩০) মারাত্মক জখম হয়।

এ সময় দুটি মোটর সাইকেলই দুমড়েমুচড়ে যায়। আহত দু’জনকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গার হারদী হাসপাতালে নিয়ে যাওয় হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মামুনকে মৃত ঘোষনা করেন।

আহত রাজিবকে মুমুর্ষ অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসাপাতালে রেফার করা হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকায় রেফার্ড করেন চিকিৎসক।

ওই রাতেই রাজিবকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে ধানমন্ডি পপুলার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮দিনের মাথায় আজ রোববার রাজিবও মারা যায়।

আলমডাঙ্গায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে বৃদ্ধর আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গার কুমারী জাহাঙ্গীর আলম নামের বৃদ্ধ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঘটনাটি শনিবার সকাল ৯টার দিকে ঘটেছে। এঘটনায় নিহত বৃদ্ধর ভাই বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি গ্রামের মৃত রওশন আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৬০)। সে গত কয়েক বছর যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছিলো। ইতোপূর্বে জাহাঙ্গীর আত্নহত্যার চেষ্টাও চালায়।

শনিবার সকাল ৯টায় খাবার খেয়ে ঘরে ঢোকে। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীরকে ডাকাডাকি করেও দরজা না খুললে দরজা ভেঙে পরিবারের লোকজন প্রবেশ করে। ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় জাহাঙ্গীরের লাশ উদ্ধার করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে।

এ ঘটনায় জাহাঙ্গীরের ছোট ভাই মন্টু বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে।

আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরম জমা

আলমডাঙ্গার আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরম জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, সেচ্ছাসেবকলীগের নেতারা। ইতিমধ্যে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

শনিবার বিকেল পাঁচটার দিকে আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গনে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের নিকট ফরম জমা দেন।

আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেতে ফরম জমা দিয়েছেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফাজ্জেল আলী বিশ্বাস, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম বাদল, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের প্রভাষক হাসিবুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম লাটিম, সাবেক মেম্বার মুহাম্মদ, আফিজ উদ্দিন বিশ্বাস, বিল্লাল গণি, রাসেল।

ফরম জমা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুসা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, আইলহাঁস ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি তোফাজ্জেল হোসেন বিশ্বাস, নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, আইলহাঁস ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনন্দ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াব মালিথা, সাবেক নাগদাহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি হাফিজুর রহমান হাফিজ মাস্টার প্রমূখ।

আলমডাঙ্গার বাড়াদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোপনে নিয়োগ দেবার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার বাড়াদি আলহাজ্ব মীর খোস্তার আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোপনে অফিস সহায়ক (পিয়ন) আয়া ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির বিরুদ্ধে। নিয়োগ পক্রিয়াটি স্কুলের অন্য শিক্ষক ও কমিটির অনেক সদস্যের অজান্তেই হয়েছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই দুজন টাকার বিনিময়ে গোপনে নিয়োগের সব

প্রক্রিয়া শেষ করেছেন। ২৮ বছর দায়িত্বরত অফিস সহায়ক (পিয়ন) থাকতেও পূণরায় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির মেয়েকে ওই দায়িত্বে নিয়োগ দেবার অভিযোগ উঠেছে ।

জানা গেছে, গত ডিসেম্বরে গোপনেই নিয়োগ বোর্ড গঠন করে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। পরীক্ষায় সাজানো গুটি কয়েকজন প্রার্থী অংশ নেন। ওই নিয়োগে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়েসহ দুই প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হয়। স্কুলে অফিস সহায়ক, আয়া ও পরিচ্ছন্নকর্মী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগে স্কুল কমিটির সভাপতি আব্দুল হান্নানের মেয়ে দিলরুবা অফিস সহায়ক, মহর আলীর ছেলে সামাদ পরিচ্ছন্নকর্মী ও নবির স্ত্রী আয়া পদে নিয়োগ পায়।

নিয়োগের আগে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার কাজও গোপনে করা হয়েছে। এমনকি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির নোটিশও বিদ্যালয়ে টাঙানো হয়নি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কমিটির অনেক সদস্যই জানেন না।

তবে গত ২৮ বছর যাবৎ শেখ আব্দুল মাস্টারের ছেলে শেখ আল মামুন কবির অফিস সহায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সভাপতির মেয়ে নিয়োগ পাওয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে মামুনের পদ পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তাকর্মী ।

নাম না প্রকাশ শর্তে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগের বিষয়ে আমাদের কিছু জানানো হয়নি। শুনেছি সভাপতি এসে নিয়োগ দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চাইলে তিনি আমাকে বলেন, কোনো নিয়োগ হয়নি।’

স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ‘সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক মিলে সবকিছু করেন। প্রধান শিক্ষক আমাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এ জন্য চাকরির স্বার্থে এসব বিষয়ে কেউ মুখ খোলেন না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন এলাকাবাসী বলেন, ‘বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতি টাকার বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে নিয়োগ দিয়েছেন। তাঁরা কাউকে বিষয়টি জানতে দেননি। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সহ কারা নিয়োগ পেয়েছে এটা এখনো খোলামেলা করেনি স্কুল কতৃপক্ষ।

প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন (ভারপ্রাপ্ত) বলেন, ‘স্কুলের নিয়োগ সম্পর্কের কোন বিষয় জানাতে পারব না। নিয়োগ আইননুসারে হয়েছে। নিয়োগের সব কাগজপত্র ও ডকুমেন্ট তাঁর কাছে আছে। এ বিষয়ে আমি আর

কিছু বলতে পারব না।’

নিয়োগের বিষয়ে জানতে একাধিকবার চেষ্টা করেও স্কুলের সভাপতি আব্দুল হান্নান তথ্য দিতে অপারগতা স্বীকার করেন। তিনি জেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিস হতে তথ্য নিতে নির্দেশ করে।

তিনি আরো বলেন,‘স্কুল সভাপতির সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাতে আপনাদের সমস্যা কোথায়? নিয়োগের বিষয়ে আপনাদের বলতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।’

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ইমরুল ইসলাম বলেন, ওই বিদ্যালয়ের কর্মচারী নিয়োগে কোনো অনিয়ম হয়নি। ৫ সদস্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিয়োগ পক্রিয়া শেষ হয়েছে।

নাগদহ ইউপির নির্বাচনে আ’লীগের মনোনয়ন চেয়ে ৫ প্রার্থীর আবেদনপত্র জমা

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের ৫ মনোনয়ন প্রত্যাশি দলীয় মনোনয়ন চেয়ে আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ওই ৫ প্রার্থী আবেদনপত্র জমা দেন।

আবেদনপত্র জমাদানকালে উপজেলা আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাষ্টার ও সাবেক প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন।

দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশি প্রার্থীরা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল কুদ্দুসের কাছে আবেদনপত্র জমা প্রদান করেন। দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশিরা হলেন বর্তমান চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হায়াত আলী,

আওয়ামী লীগ নেতা বিপুল জোয়ার্দার, উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক খন্দঃ বজলুল করিম ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিশর আলী।

আবেদনপত্র জমাদানকালে বিভিন্ন ওয়ার্ডের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকগণ ছাড়াও প্রার্থীদের কর্মি সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য আগামী ১৬ মার্চ এই ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্টভূক্ত ১১ আসামী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা ও ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১১ ওয়ারেন্টভূক্ত আসামীকে গ্রেফতার হয়েছে। গতকাল বুধবার দিনগত রাতে বিভিন্ন গ্রামে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে,চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের নির্দেশে থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ও ফোর্সরা এ অভিযান পরিচালনা করেন।

গ্রেফতারকুতরা হলেন স্টেশনপাড়ার রেজাউল ইসলামের ছেলে রবিউল ইসলাম (২৮), বন্ডবিল গ্রামের শফি মোল্লার ছেলে রিয়াজ উদ্দিন ওরফে মামুন (৪২), হারদী ইউনিয়নের বামানগর গ্রামের কাজী আজগর আলীর ছেলে আবু সালাম, একই গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে সেলিম মিয়া, শরিয়ত উল্লার ছেলে সুজন আলী,কালিদাসপুর ইউনিয়নের শ্রীরামপুর নতুনপাড়ার মৃত কিতাব আলীর ছেলে শের আলী (৪৫), একই গ্রামের ওমেজ আলীর ছেলে মানিক (৩০), উপজেলার ভোলারদাড়ি গ্রামের নিয়ামত আলীর ছেলে ইকারদ্দিন, তিয়রবিলা গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে মিন্টু বিশ্বাস,কয়রাডাঙ্গা গ্রামের রিজাউলের ছেলে আশিকুর রহমান, জামজামি গ্রামের মৃত হারান আলীর ছেলে মিলন মন্ডল।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ২ মাসেও সন্ধান মেলেনি নিখোঁজ মাদ্রাসা ছাত্রীর

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় বিথী খাতুন (১৪) নামে এক মাদরাসা ছাত্রী নিখোঁজের পর ২ মাস হলেও এখনো সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজ বিথী খাতুন উপজেলার নতিডাঙ্গা মাদ্রাসার ৭ম শ্রেণির ছাত্রী এবং আবাসন এলাকার বাদাম বিক্রেতা সামসুল ওরফে কালুর মেয়ে।

গত ১৯ শে ডিসেম্বর মাঠে ঘাস কাটতে যাওয়ার উদ্দেশে বের হয়ে সে আর ঘরে ফেরেনি। নিখোঁজের তিনদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় ডায়েরি করা হয়।

পরিবার ও থানা সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গায় আবাসনে দিনমজুর কালুর পরিবার। সংসারের অভাব অনটনের মধ্যেও বাদাম বিক্রি করে তার মেয়ে বিথী খাতুনকে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করায়।

গত ১৯শে ডিসেম্বর দিনমজুর কালুর মেয়ে বিথী খাতুন বাড়ির ছাগলের জন্য দুপুর ১২ টায় মাঠে ঘাস আনতে যায়। দুপুরে গিয়ে বিকেল হলেও সে বাড়িতে ফিরে আসেনি। পরিবারের লোকজন এলাকাবাসী বিথীকে খুঁজতে বের হয়।

দুই দিন যাবৎ মাঠের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামবাসীদের সহযোগীতায় খোঁজ তল্লাশি চালায়। কয়েক গ্রামে বিথীর সন্ধানে মাইকিং করে। তারপরও কোন সন্ধান মেলেনি বিথীর। নিখোঁজের তিনদিন পর পরিবারের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করা হয়। গত ২ মাস পার হলেও বিথীর কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশায় ভুগছে পরিবার। সন্ধানে স্বজনরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা কামনা করেছেন।

নিখোঁজ বিথীর পিতা সামসুল ইসলাম কালু জানান, প্রতিদিনের মতো গত ১৯ শে ডিসেম্বর দুপুরে বিথী মাঠে ছাগলের জন্য ঘাস আনতে যায়। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হলেও তার কোন সন্ধান না পেয়ে মাঠে খোঁজ

তল্লাশি করা হয়। খুঁজে না পেয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করা হয়েছে। গত ২ মাস অতিবাহিত হলেও মেয়েটি জীবিত আছে কিনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর খোজঁ করতে অনুরোধ জানান।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, নিখোঁজ ডায়েরির পর থেকে পুলিশ বিথীকে উদ্ধারে তৎপর রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের ৩ কর্মী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় নাশকতা মামলায় জামায়াতের ৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার রাতে থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

আটকৃত ব্যাক্তিরা হলেন উপজেলার খেজুরতলা গ্রামের হেলাল উদ্দিনের ছেলে মাসুদ রানা (২৬), রেজাউল করিমের ছেলে বিপ্লব আলী (২৫) ও ঠান্ডু রহমানের ছেলে আশরাফুল ইসলাম (২৬)।

এ জাহার সূত্রে জানাযায়, গত ১৪ ডিসেম্বর রাতে সরকারি স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা সহ নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা অবস্থান করছিলো। এসময় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানাপুলিশ একজনকে গ্রেফতার করে। এঘটনায় অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

ওই ঘটনায় গতকাল সোমবার রাতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে জামায়াতের ৩ কর্মীকে গ্রেফতার করে। আজ মঙ্গলবার নাশকতা মামলায় তাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় মাথাভাঙ্গা নদীতে বালি উত্তোলন ঝুঁকিতে সেতু ও কমিউনিটি ক্লিনিক

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় আবাসন প্রকল্পে উন্নয়নের নামে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে বাণিজ্যিক ভাবে উত্তোলন করা হচ্ছে বালি ।

এসব বালি নামমাত্র আবাসনে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করবে বলে দাবি করেছে স্থানীয়রা। নদীর ২০ফিট গভীর থেকে ড্রেজিং করায় নদীর পাড় ভাঙার শঙ্কা করছে এলাকাবাসী। সরকারি কমিউনিটি ক্লিনিকের সন্নিকটে এমন বালি উত্তোলনের কর্মযোগ্য চালিয়ে যাচ্ছে প্রভাবশালীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, যার ঘর ও জমি নেই এমন দুস্ত পরিবারকে জমিসহ ঘর উপহার দিচ্ছে সরকার। এমন তালিকায় উপজেলার হাটবোয়ালিয়ার মাথাভাঙ্গা নদীর পাড়েই গড়ে তোলা হচ্ছে সারিবদ্ধ ১২ টি পাঁকা স্থাপনা। দ্রুত প্রধানমন্ত্রী দুস্ত পরিবারকে ঘর উপহার দিবে।

ঘর নির্মাণ আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহি অফিসার সরাসরি দেখভাল করছে। এসব ঘরে ২ টি রুম ও একটি ডাইনিং রয়েছে। প্রতিটি ঘরের জন্য ৫ স্ট্রেয়ারিং করে বালির প্রয়োজন হবে। যা ১২ টি ঘরে ৬০ ট্রেয়ারিং বালি প্রয়োজন।

এসুযোগে স্থানীয় মেম্বারসহ কয়েকজন বালি উত্তোলনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সুবিধা নিতে মরিয়া হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে মাথাভাঙ্গা নদীতে ভেড়ানো হয়েছে বালি উত্তোলনের জন্য ড্রেজিং মেশিন।

বালি মাটি আইনের ধারা ৪-এর (খ) অনুযায়ী, সেতু, কালভার্ট, বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক, রেললাইন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনা অথবা আবাসিক এলাকা থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে বালু উত্তোলন নিষিদ্ধ।

তবে, ২শ’ মিটারের মধ্যে নির্মাণ করা হচ্ছে ব্রিজ। ২০ মিটারের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক ও ১শ’ মিটারের মধ্যে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি ও গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। এছাড়াও বালি উত্তোলনের জায়গা থেকে প্রায় দেড়শ মিটারের মধ্যে সরকারি আবাসনের ১২ টি ঘর নির্মাণ করা

হচ্ছে।

এ বিষয়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার সাহিনুর রহমান জানান, সরকারি ঘরে বালির প্রয়োজন স্বার্থে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে ড্রেজিং করে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুমতিতে এ ড্রেজিং কাজ চালানো হচ্ছে।

এবিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নুর জানান, বালি উত্তোলনের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে, ঘরের জন্য কিছু বালি লাগবে। বিষয়টি দেখবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় শিশু খাদ্য দোকানিকে জরিমানা,ভেজাল খাদ্য আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযানে নকল মোড়ক ভেজাল শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অভিযোগে দুই দোকান মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অভিযানে প্রায় ৩০ হাজার টাকা মূল্যের ভেজাল শিশু খাদ্য জব্দ করা হয়।

সোমবার দুপুরে আলমডাঙ্গা শহরের চারতলা মোড় এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, আলমডাঙ্গা পৌর শহরের তারতলা মোড়ে মেসার্স জহির স্টোর ও মেসার্স মোল্লা স্টোরে নকল মোড়কে ভেজাল শিশু খাদ্য বিক্রয়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।

সোমবার দুপুরে থানাপুলিশের সহযোগীতায় ওই দুই দোকানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
এসময় মেসার্স জহির স্টোরের মালিক জহুরুল ইসলামকে ১০ হাজার ও মেসার্স মোল্লা স্টোরের মালিক জামিরুল ইসলামকে পৃথক আইনে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও নকল মোড়কসহ ভেজাল শিশু খাদ্য সামগ্রী জব্দ করা হয়। যা পরবর্তীতে পৌর এলাকার পশু হাটে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

এই অভিযানে আলমডাঙ্গা পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো. মাহফুজুর রানা ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম উপস্থিত থেকে অভিযানে সহযোগিতা করেন।